



33743 - কেরবানকারীর পরিবারে সদস্যরা যলিহজ্জ মাসরে দশদিন চুল ও নখ কাটতে পারনে

প্রশ্ন

যনি কেরবানি করবনে তিনি যদি পুরুষ হন সক্ষেত্রে তার স্ত্রী-পুত্রদরে জন্যে যলিহজ্জ মাস শুরু হওয়ার পর চুল কাটা ও নখ কাটা কি জায়গে হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

হ্যাঁ; সটো জায়গে। ইতপূর্বে 36567 নং প্রশ্নোত্তরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেরবানকারীর জন্য চুল, নখ ও শরীরের চামড়ার কোন অংশ কাটা হারাম। এ হুকুমটি কেরবানকারী; অর্থাৎ যনি কেরবানি পশুর মালিকি তার জন্য খাস।

শাইখ বনি বায় (রহঃ) বলেন:

“পক্ষান্তরে কেরবানকারীর পরিবার: তাদের উপর কোন কিছু নই। আলমেগণরে বিশুদ্ধ মতানুযায়ী, তারা চুল কাটা ও নখ কাটার নিষেধাজ্ঞার আওতায় নই। হুকুমটি কেরবানকারীর জন্য খাস যনি তার সম্পদ থেকে কেরবানি পশুটি ক্রয় করছেন।” [ফাতাওয়া ইসলামিয়া (২/৩১৬)]

স্থায়ী কমিটির ফতোয়া সমগ্র (১১/৩৯৭) এসছে:

“যে ব্যক্তি কেরবানি করতে ইচ্ছুক তার জন্য বখান হচ্ছ- তিনি যলিহজ্জ মাসরে চাঁদ দেখার পর থেকে নিজেরে চুল, নখ ও চামড়ার কোন অংশ কাটবনে না; যতক্ষণ না তিনি কেরবানি সম্পন্ন করেন। দললি হচ্ছ একদল সংকলক (বুখারী ছাড়া) উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “তোমরা যখন যলিহজ্জ মাসরে চাঁদ দেখে এবং তোমাদের কটে কেরবানি করার সংকল্প রাখতে তখন সে যেনে তার চুল ও নখ কাটা থেকে বরিত থাকে”। সুনানে আবু দাউদ (২৭৯১) ও সহহি মুসলিম (১৯৭৭) এর ভাষ্য হচ্ছ- “কটে যদি জবাই করার জন্য কোন পশু প্রস্তুত রাখতে এবং সে যলিহজ্জ মাসে প্রবেশ করে তখন সে যেনে তার চুল ও নখ না কাটে; যতক্ষণ না সে কেরবানি সম্পন্ন করে”। এক্ষেত্রে সে নজি হাতে জবাই করুক কিংবা অন্য কাউকে জবাই করার দায়িত্ব দিকি উভয়টা সমান। আর যাদের পক্ষ থেকে কেরবানি করা হচ্ছ তাদের জন্য এসব বখান নই। যহেতে এই মর্মে কোন দললি নই।”[সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) ‘আল-শারহুল মুমত’ি গ্রন্থে (৭/৫৩০) বলেন:



“যাদরে পক্ষ থেকে কেরবানি করা হচ্ছ তরা এগুলো কাটলে কোন গুনাহ নহে। দলিলি হচ্ছ নমিনরূপ:

১। হাদসিরে বাহ্যিকি মরম এটাই। সটো হচ্ছ- হারাম হওয়াটা যনি কেরবানি করবনে তার জন্য খাস। এর আলোকে হারাম হওয়া পরবিাররে কর্তার জন্য খাস হবে। আর পরবিাররে সদস্যদরে জন্য হারাম হবে না। কনেনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুকুমটাকে কেরবানিকারীর সাথে সম্পৃক্ত করছেন। এর (বিপরীত) মরমার্থ হচ্ছ- যাদরে পক্ষ থেকে কেরবানি করা হচ্ছ তাদরে জন্য এ হুকুম সাব্যস্ত নয়।

২। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পরবিাররে সদস্যদরে পক্ষ থেকে কেরবানি করতনে। কনিতু এমন কোন বরণনা আসনে যি, তনি তাদরেকে বলছেন যি, “তোমরা তোমাদরে চুল, নখ ও চামড়ার কোন অংশ কটো না”। যদি এগুলো করা তাদরে জন্য হারাম হত তাহলে অবশ্যই তনি তাদরেকে নিষিধে করতনে। এটাই অগ্রগণ্য অভিমিত।”[সমাপ্ত]